لا اله الا الله

গুলশান হামলার শুহাদাগণ

আবু দুজানাহ আল-বাঙ্গালী (তামীম চৌধুরী - আল্লাহ তাকে কবুল করুন)
বাংলায় খিলাফাহর সৈনিকদের সামরিক এবং গোপন অভিযান সমূহের সাবেক আমীর

রুমিয়্যাহ ২ হতে সংকলিত এবং অনুবাদিত
ফুরাত মিডিয়া, বাংলা বিভাগ
FURAT

হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার পরিণতি

ক্রুসেডার জোটের যুদ্ধবিমান এবং ড্রোনগুলো ইরাক, শাম, লিবিয়া এবং খিলাফাহ এর অন্যান্য উলাইয়াহ সমূহে মুসলিমদের উপর বোমা বর্ষণ এবং তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করা জারি রেখেছে, এই সংবাদ পড়ে বিশ্বব্যাপী তাদের মুসলিম ভাই এবং বোনগণ ব্যথিত হচ্ছেন, ঠিক যেমন নবী ﷺ বলেছেন, "ভালোবাসা, দয়া আর সমবেদনার ক্ষেত্রে মুমিনরা হচ্ছে একটি দেহের মতো। যখন তার একটি দেহাংশ কষ্টে ভোগে তখন সম্পূর্ণ দেহ নিদ্রাহীনতা আর জ্বরের মাধ্যমে সাড়া প্রদান করে।" (আন-নোমান ইবন বাশির এর সূত্রে আল-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত) এই মুসলিমগণ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, যে সকল ক্রুসেডার নেতা মুসলিমদের উপর নৃশংসভাবে বোমা বর্ষণের আদেশ প্রদান করে তারা নেহায়াৎ শূন্য থেকে আসে নি; বরং, তারা তাদের নাগরিকদের মধ্য থেকেই তাদের সংবিধানের ভিত্তিতে বাছাইকৃত লোক, যারা তাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করে অথবা এর ফলাফল মেনে নেয়। এই মুসলিমগণ আরও উপলব্ধি করেন যে এই যুদ্ধ-বিমান সমূহ কর্তৃক বর্ষিত বোমাগুলোর অর্থায়নের সিংহ ভাগ আসে গণতান্ত্রিক জাতিগুলোর তথাকথিত "নিরপরাধ বেসামরিক লোকদের" দেয়া আয় কর হতে, এই "বেসামরিক লোকরা" তাদের গণতন্ত্র প্রসূত নীতিমালা সমূহকে অনুমোদন করে, সেই সকল নীতিমালা যার মধ্যে তাদের সরকারদের তাদের আয় করের টাকা দিয়ে ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমোদন রয়েছে। তাই এই মুসলিমদের মনে কোন সন্দেহই থাকে না যে খিলাফাহ'র উলাইয়াহ সমূহে ক্রুসেডার জেট এবং ড্রোন দ্বারা জীবন আর জানমালের ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার সরাসরি বর্তায় "জনগণের ক্ষমতার" উপর, অন্য কথায় ক্রুসেডার জাতি সমূহের তথাকথিত "নিরপরাধ বেসামরিক জনগণের" ক্ষমতার উপর।[১]

আল্লাহ ﷻ বলেন, "তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের হাতে শাস্তি দান করবেন, তাদের অপমানিত করবেন এবং তোমাদের তাদের উপর বিজয় দান করবেন এবং মুমিনদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (আত-তাওবাহ ১৪-১৫) তিনি আরও বলেন, "আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।" (আত-তাওবাহ ৩৬)। উমার ইবন আল-খাত্তাব رضي الله عنه একটি হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে অবগত হয়ে বলেন, "যদি সান'আ এর লোকের এই হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করে থাকে, তাহলে আমি তাদের সবাইকে হত্যা করবো।" (মালিক কর্তৃক বর্ণিত)

অতঃপর, ১৪৩৭ হিজরির রামাদান মাসের ২৭ তারিখের রাতে বাংলায় খিলাফাহ'র সৈনিকগণ ঢাকার গুলশানে অবস্থিত হলি আর্টিজান বেকারিতে পাঁচ শাহাদতের ঘোড় সাওয়ারদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ইনগিমাসি টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যাতে ক্রুসেডারদের তাদের নিজেদের ঔষধের কিছু স্বাদ আস্বাদন করানো যায়। আল্লাহর অনুগ্রহে ইনগিমাসি ভাইগণ রেস্টুরেন্টটিতে থাকা সকল কুফফারকে হত্যা করতে সক্ষম হন, তারা বাংলার মুরতাদ সেনাদের অনেককে হতাহত করেন এবং শাহাদাহ অর্জন করার আগে তারা শত শত বাঙ্গালী মুরতাদ সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রায় ১২ ঘণ্টা ক্রুসেডার মালিকানার রেস্টুরেন্টটিকে অবরোদ্ধ করে রাখেন, ওয়াল হামদুলিল্লাহ।[২] আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন তাদের শহীদ হিসেবে কবুল করেন এবং তাদের কর্মের দ্বারা বাংলা এবং পৃথিবীর অন্যান্য সকল জায়গার মুয়াহিদদের উজ্জীবিত করেন। আমিন।

বেশ কিছু সম্ভাব্য লক্ষবস্তুতে যত্ন সহকারে নজরদারি করার পর ক্রুসেডার মালিকানাধীন হলি আর্টিজান বেকারি রেস্টুরেন্টকে এই বরকতময় হামলার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বাছাই করা হয় কারণ রেস্টুরেন্টটি ক্রুসেডার দেশ সমূহ এবং অন্যান্য কাফির জাতির নাগরিকদের ঘনঘন সমাগমের জন্য সুপরিচিত ছিলো। তা ছিলো একটি নুংরা জায়গা যেখানে ক্রুসেডাররা জমায়েত হয়ে মদ পান করতো এবং রাত ভর বিভিন্ন পাপকর্ম করতো, তারা আল্লাহর ভয়ানক রোষ থেকে নিজেদের নিরাপদ ভেবেই তা করতো, তদুপরি সেই রোষ তাদের জন্য ছিলো আসন্ন।

---

১ সম্পাদকের নোট: এখানে, লেখক (আল্লাহ তাকে কবুল করুন) ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত গণতান্ত্রিক জাতি সমূহের প্রাপ্ত বয়স্ক ক্রুসেডার "বেসামরিক জনগণের" সম্পদ এবং রক্তকে প্রবাহিত করাকে অন্যান্য সকল কাফির "বেসামরিক জনগণের" রক্তের চেয়ে অধিক উপযুক্ত, যদিও অন্যান্য সকল কাফিরদের রক্ত প্রবাহ করাও মুবাহ (বৈধ)। দেখুন রুমিয়্যাহ, ইস্যু ১ এর ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা, "কাফিরদের রক্ত আপনার জন্য হালাল, তাই তা প্রবাহিত করুন।"

অনুবাদকের নোট: "কাফিরদের রক্ত আপনার জন্য হালাল, তাই তা প্রবাহিত করুন" প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করে ফুরাত মিডিয়ার ব্যানারে ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। ইন্টারনেট থেকে নিজের কপি ডাউনলোড করে নিন।

২ সম্পাদকের নোট: হামলায় আমেরিকা, ইতালি, জাপান, ইন্ডিয়া এবং বাংলার কুফফার মুরতাদ মিলিয়ে ২৪ জন নিহত হয়। এই অভিযানে বাংলার মুরতাদ বাহিনীর ৫০ এর অধিক অফিসার এবং সৈনিক নিহত হয়।

বিশেষ করে রামাদান মাসের ২৭ তারিখের রাতকে বাছাই করা হয় যাতে তা মুজাহিদ ভাইদের জন্য বিশাল সাওয়াব নিয়ে আসে, কারণ লাইলাতুল ক্বাদরের জন্য তা সম্ভাব্য একটি রাত, যে রাত হলো বছরের শ্রেষ্ঠ রাত। আল্লাহ ﷻ বলেন, "কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।" (আল ক্বাদর ৩)

অভিযান চলাকালে শাহাদাহ'র ঘোড় সাওয়াররা রেস্টুরেন্টে থাকা মুসলিম এবং কুফফারদের (ক্রুসেডার, পৌত্তলিক এবং মুরতাদ) আলাদা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। আর তারা তা করেন ইসলামের অতি মৌলিক সকল প্রশ্ন করার মাধ্যমে যা যে কোন মুসলিম তরুণ বা বয়স্ক ব্যক্তির জানা। যারা তাদের ইসলামকে প্রমাণ করেন তাদের সাথে সম্মান এবং করুণার আচরণ করা হয়, আর যারা তাদের কুফর প্রকাশ করে তাদের সাথে আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং তারা সাহাবাদের ﷵ উদাহরণ অনুকরণ করে ব্যবহার করা হয় কঠোরতা আর রূঢ়তার সাথে, যেমনটা আল্লাহ ﷻ বলেন, "মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" (আল-ফাতহ ২৯) তিনি আরও বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (আত-তাওবাহ ১২৩)

গুলশান হামলা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বাংলায় খিলাফাহ'র সৈনিকদের প্রথম হামলা ছিলো না এবং তা নিশ্চয়ই শেষ হামলাও হবে না, বি-ইদনিল্লাহ। আল্লাহ ﷻ বলেন, "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁত পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (আত-তাওবাহ ৫)

তাই ক্রুসেডার জাতিরা জেনে রাখুক যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে জারি রাখবে তখন পর্যন্ত তারা বাংলার কোথাও শান্তি এবং নিরাপত্তা উপভোগ করতে পারবে না, বি-ইদনিল্লাহ, এমনকি সে সকল এলাকায়ও না যেগুলোকে তারা "সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বেষ্টিত" মনে করে। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত খিলাফাহ'র সৈনিকদের দেহে শেষ রক্তবিন্দু প্রবাহিত হচ্ছে, ইনশা'আল্লাহ। মুজাহিদিনগণ "নিরাপত্তা ফাঁক" এর সন্ধান চালিয়ে যাবেন এবং ক্রুসেডারদের যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই হামলা করার জন্য ওঁত পেতে বসে থাকবেন, বি-ইদনিল্লাহ। মুজাহিদিনগণ বিশেষজ্ঞ, পর্যটক, কূটনীতিক, বস্ত্র ব্যবসায়ী, মিশনারি, খেলোয়াড় টিম নির্বিশেষে বাংলায় ক্রুসেডারদের যে কোন ধরণের নাগরিককে লক্ষ্যবস্তু বানাতে থাকবেন যতক্ষণ না এই জমিন ক্রুসেডারদের থেকে পবিত্র হয় এবং আল্লাহর বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, বি-ইদনিল্লাহ। এবং ক্রুসেডারদের মধ্যে যারাই বাঙ্গালী মুরতাদ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হবে তারা এর জন্য সত্বরই বড় ধরণের মূল্য পরিশোধ করবে –বি-ইদনিল্লাহ- কারণ সিজারে তাভেল্লা ছিলো সতর্ক বাণী, গুলশান হামলা একটি ঝলক এবং যা তাদের জন্য এখনও আসন্ন তা হবে আল্লাহর ইচ্ছায় আরও নিকৃষ্ট এবং তিক্ততর। "আর আল্লাহ তার কর্মের ব্যাপারে প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষরাই তা জানে না।" (ইউসুফ ২১)

আবু রাহিক্ব আল-বাঙ্গালী

আবু রাহিক্ব (আল্লাহ তাকে কবুল করুন), হলি আর্টিজান বেকারিতে ক্রুসেডারদের সন্ত্রস্ত করতে প্রেরণকৃত পাঁচ ইনগিমাসি যোদ্ধার আমীর, তিনি ছিলেন আবু জানদাল আল-বাঙ্গালী[৩] (আল্লাহ তাকে কবুল করুন) এর কাছের বন্ধু। তাগুত সরকার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি মুরতাদ ধর্মনিরপেক্ষ পরিবারে বেড়ে উঠা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন খিলাফাহ ঘোষিত হওয়ার পর বাংলার ভূমিতে দাওলাতুল ইসলামকে দ্রুত বাইয়াহ প্রদানকারীদের কয়েক মুয়াহহিদিনদের একজন, ওয়ালহামদুলিল্লাহ। একজন তরুণ ভাই হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহে আবু রাহিক্বের মাঝে একজন সামরিক কমাণ্ডার হওয়ার সকল গুণই বিদ্যমান ছিলো। তার সাহসিকতা এবং কুফফারদের প্রতি আপোষহীন বারা' এর কারণে তার সামরিক আমীর তার ডাকনাম দিয়েছিলেন "ওয়ান ম্যান আর্মি" (যার বাংলা অর্থ: একাই এক সেনাবাহিনী)। যখন তাকে এই সুসংবাদ দেয়া হয় যে তাকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একটি ইনগিমাসি অভিযানের জন্য বাছাই করা হয়েছে তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে চিৎকার দিয়ে সিজদায় পড়ে যান, তিনি আল্লাহকে এই মহান অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং তার আমলকে কবুল করার জন্য দোয়া করেন। তিনি ছিলেন খুবই বাধ্য এবং নিয়ামানুবর্তিতাপূর্ণ সৈনিক।

আবু রাহিক্ব ছিলেন তার তাক্বওয়া এবং ইবাদতের জন্য পরিচিত এক তরুণ। তিনি সব সময় আল্লাহ জিকিরের ব্যাপারে মনযোগী এবং ব্যস্ত ছিলেন। যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে যে তার হৃদয় সর্বদা তার রব এবং আখিরাতের সাথে যুক্ত ছিলো। অপারেশনের জন্য তার প্রশিক্ষণ কালে রামাদান মাসে ফরজ সিয়াম পালন করে তারপর রাত্রি বেলায় প্রচণ্ড শারীরিক কসরতের চরম ক্লান্তি সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত আর তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। দাওলাতুল ইসলামের বিখ্যাত নাশিদ "ক্বারিবান, ক্বারিবান" তাকে ব্যাপক দুলা দিত, তিনি এর কথাগুলোর অনুবাদ পরতেন আর বলতেন, "আমরা ক্রুসেডারদের সাথে ঠিক এমনটাই করবো, বি-ইদনিল্লাহ"। তিনি তার কথা এবং কাজে আল্লাহর সাথে সত্যবাদী ছিলেন, তাই আল্লাহও তার সাথে সত্যবাদী হলেন। আল্লাহ তার শাহাদাহকে কবুল করুন এবং তার কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য অসংখ্য মুজাহিদিনদের অনুপ্রাণিত করুন।[৪]

আবু মুহারিব আল-বাঙ্গালী

আবু মুহারিব (আল্লাহ তাকে কবুল করুন) একটি সম্পদশালী বাঙ্গালী পরিবার থেকে আসা একজন তরুণ মুয়াহহিদ ছিলেন, যেখানে দুনিয়ার সকল ভোগ্য জিনিস তার হাতের নাগালে ছিলো। যদিও দ্বীনে ফিরে আসার পূর্বে তিনি তার সাথীদের কাছে তার অমিতব্যয়ী জীবন যাপনের জন্য পরিচিত ছিলেন, তদুপরি তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে আল্লাহর অনুগ্রহে ঈমান এবং আল্লাহর কাছ থেকে আস হিদায়াতই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, চেহারা, সম্পদ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্য যে সকল জিনিসের ব্যাপারে এই নিচু পৃথিবীতে মানুষ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তা নয়। ঠিক যেমন নবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার চেহারা বা সম্পদের দিকে দেখেন না, তিনি দেখেন তোমর হৃদয় আর কর্মের দিকে।" (আবু হুরায়রাহ ؓ হতে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

খিলাফাহ'র ঘোষণা আসার পর এবং দাওলাতুল ইসলামের উমারাগণ কর্তৃক হিজরতের আহ্বান আসার পর আবু মুহারিব শামে হিজরত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালান, তারপর লিবিয়া যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু তিনি কোথায় পৌঁছতে সক্ষম হন নি। তদুপরি, তিনি হিজরত না করেই তার সাওয়াব লাভ করেন, কারণ জিহাদের পথে তার দৃঢ়পদতাই হলো তার নিয়তের ব্যাপারে তার আন্তরিকতার প্রমাণ, ইনশা'আল্লাহ। নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করার প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু তা করতে অক্ষম হয়, তখন আল্লাহ তার জন্য এই কাজের পূর্ণ সাওয়াব লিখে দেন। এবং যদি সে তার প্রচেষ্টা চালিয়ে তা করতে সক্ষম হয় এবং সে কর্ম সম্পাদন করে, তখন আল্লাহ তার জন্য এর দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ, বা বহুগুলো সাওয়াব লিখে দেন।" (ইবন আব্বাস হতে আল-বুখারী এবং

৩ সম্পাদকের নোট: তার গল্প দাবিকের ১৪ তম ইস্যুর ৫০-৫১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা আছে, "মুমিনদের মধ্য থেকে কতক পুরুষ: আবু জানদাল আল বাঙ্গালী।"

৪ সম্পাদকের নোট: তার মুজাহিদ সাথীরা আরও জানান যে বাংলায় খিলাফাহ'র সৈনিকদের ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তিনি শাম, লিবিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকায় হিজরত করার চেষ্টা করেন। তিনি তার দ্বীন, নিয়মিত শারীরিক অনুশীলন এবং জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বশীল ছিলেন, তিনি কখনও অযথা কথায় তার সময় অপচয় করতেন না। তিনি জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত সমূহের তাফসির অধ্যয়ন করতে ভালোবাসতেন এবং তা থেকে প্রাপ্ত যে কোন ভালো বিষয়কে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতেন। তিনি তাদের ঘাটিতে সকল ভাইদের যত্ন নিতেন এবং সকল টুকিটাকি কাজে তাদের সহায়তা করতেন। তিনি তার তাগুত পিতার সাথে বারা' করেছিলেন, এমনটি একদিন তিনি তার আমীরের কাছে তার পিতাকে হত্যা করার জন্য অনুমতি চান এই বলে যে, "আমি একজন লোককে জানি যাকে লক্ষ্যবস্তু বানানো উচিৎ, সে হলো আমার বাবা। যদি আপনি আমাকে অনুমতি দেন, আমি তাকে খতম করে দিবো।"

মুসলিম বর্ণনা করেন।)

বাংলায় খিলাফাহ'র সৈনিকদের সাথে যোগদান করার পূর্বে আবু মুহারিবের বাবা তাকে তার গার্মেন্টস এর ব্যবসার উত্তরাধিকার বুঝিয়ে দিতে চান এবং তাকে একটি গাড়ি কিনে দিতে চান। তার সাথে তার আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবরা তাকে বিয়ে করে "সেটেল" হওয়ার জন্য চাপ দেন। তদুপরি, আল্লাহ আবু মুহারিবকে দুনিয়ার সকল ওসওয়াসা থেকে রক্ষা করেন। একমাত্র আল্লাহর পরম অনুগ্রহে তিনি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখকে ত্যাগ করে জান্নাতের অন্তহীন বাগানকে গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

আবু মুহারিবের তার রবের সাথে শক্ত বন্ধন ছিলো যা তার দৈনন্দিন জিকির আর কোরআন তিলাওয়াত থেকেই প্রমাণিত হয়। তিনি খুবি সাহসী ছিলেন এবং প্রশিক্ষণ কালীন সময়ে তার ধৈর্য ধারণ ছিলো চোখে পড়ার মত। যখন তাকে ইনগিমাসি অভিযানের জন্য বাছাই করা হয় তখন তিনি নিজের ডাকনাম নির্ধারণ করেন "আবু মুহারিব"। তিনি এই নাম গ্রহণ করেন ভাই আবু মুহারিব আল-মুহাজির, যাকে ক্রুসেডার মিডিয়া এবং সংবাদ "জিহাদি জন" নামে ডাকে, তার প্রতি তার ভালোবাসার দরুন। তিনি ক্রুসেডারদের তার ভাই "জিহাদি জনের" মতই জবাই করতে চেয়েছিলেন, যিনি তার ছুরির দ্বারা কুফফার দুনিয়াকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। তিনি আল্লাহর সাথে সত্যবাদী ছিলেন, তাই আল্লাহও তার সাথে সত্যবাদী হলেন, শাহাদাহ অর্জনের পূর্বে পূর্ব এবং পশ্চিমের কাফিরদের সন্ত্রস্ত করার তার নেক প্রত্যাশাকে পূরণ করলেন। আল্লাহ তাকে এবং তার আমল সমূহকে কবুল করুন, আমিন।[৫]

আবু সালামাহ আল-বাঙ্গালী

আবু সালামাহ (আল্লাহ তাকে কবুল করুন) ছিলেন এই বরকতময় অভিযানে অংশগ্রহণকারী ইনগিমাসিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি একটি বিত্তবান বাঙ্গালী পরিবারের ছেলে ছিলেন, যাদের অধিকাংশই দ্বীনত্যাগী মুরতাদ ছিলো, তারা দ্বীনের বিরোধিতা করতো, দ্বীনকে নিয়ে তামাশা করতো এবং তারা তাকে দ্বীন থেকে দূরে রাখার জন্য সকল প্রচেষ্টা চালায়। যখন তিনি তার পরিবার ত্যাগ রেন এবং জিহাদের নিয়ত নিয়ে বাংলায় খিলাফাহ'র সৈনিকদের কাছে হিজরত করেন তখন তার মুরতাদ পরিবার তাগুত সরকারের কাছ থেকে সাহায্য আবেদন করে এবং তাকে ঘরে ফিরতে বাধ্য করার জন্য তার ছবি মিডিয়াতে ছেড়ে দেয় । তদুপরি, তা শুধু তার দৃড়তাকেই বৃদ্ধি করে, যেমনটা আল্লাহ ﷻ বলেন, " যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী।" (আল 'ইমরান ১৭৩)

অভিযানের জন্য প্রশিক্ষণ কালে ধৈর্য, আনুগত্য আর সত্যবাদিতার জন্য পরিচিত ছিলো। প্রশিক্ষণ যত কঠিনই হোক আর তাদের অবস্থা যাই হোক, তিনি কখনই নুন্যতম অভিযোগও করেন নি। দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দান কারী ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তিনি মুখিয়ে ছিলেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন তাকে শুহাদাদের একজন হিসেবে কবুল করেন, আমিন।

আবু 'উমায়ের আল বাঙ্গালী

আবু 'উমায়ের (আল্লাহ তাকে কবুল করুন) ছিলেন নম্র-ভাষী এবং বিনয়ী ভাই, তদুপরি তিনি কুফফারদের প্রতি কঠোরতার জন্য পরিচিত ছিলেন। বরকতময় ইনগিমাসি হামলাটির পূর্বে আল্লাহ 'উমায়েরকে হিন্দু পুরোহিত, খ্রিস্টান মিশনারি এবং অন্যান্য কাফির মুরতাদদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি হামলায় অংশগ্রহণ করার তাওফিক দান করেন। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ, তার সাথে তিনি প্রশিক্ষণ এবং অভিযানে মাঝে যখনই সুযোগ পেতেন তখন কোরআন আর হাদিস শিক্ষা করার প্রচেষ্টা চালাতেন। আল্লাহ তাকে শ্রেষ্ঠ শুহাদাদের একজন হিসেবে কবুল করুন এবং আরও অনেক মুজাহিদ এবং তালিবুল ইলমকে তার পথে পরিচালিত করুন। আমিন।[৬]

আবু মুসলিম আল বাঙ্গালী

আবু মুসলিম (আল্লাহ তাকে কবুল করুন) ছিলেন একজন স্নেহশীল এবং সদয় ভাই যিনি উদারতা, ভাইদের প্রতি তার সেবা, আনুগত্য এবং অন্যদের প্রতি সু-ব্যবহারের জন্য পরিচিত ছিলেন। যখন খিলাফাহ পুনরুজ্জীবিত হলো তখন তিনি দুনিয়াকে পিছলে ফেলে বাংলার খিলাফাহ'র সৈনিকদের সাথে যোগদান করলেন। তিনি শুনা এবং মান্য করার ব্যাপারে খুবই যত্নশীল ছিলেন। তিনি তার সম্ভাব্য আনুগত্যের ভুল সমূহের জন্য ক্ষমা চাইতেন। যখনই তিনি দ্বীনি কোন মজলিসে বসতের তখন তার চোখ অশ্রুতে সিক্ত হতো। তার পরিবার তাকে কেমন করে ভালো করে কোরআন তিলাওয়াত করা যায় তার শিক্ষা দেয়নি, বিষয়টি সর্বদা তাকে খুবই কষ্ট দিতো। একদিন তিনি এর জন্য সবার সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং তার কান্না যেন কোন ভাবেই থামছিলো না। তিনি প্রশিক্ষণের প্রতিটি জিনিসই অধ্যবসায়ের সাথে করতে, কিছুই বাদ দিতেন না। রামাদান মাসে প্রশিক্ষণ চলাকলে তিনি প্রতিদিন ইফতারের সময় দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে, তিনি যেন তাকে পরিকল্পিত যুদ্ধে দৃঢ়তা আর শাহাদাহ দান করেন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তাই আল্লাহও তার সাথে সত্যবাদী হয়েছেন। আমরা তার ব্যাপারে তাই মনে করি, এবং আল্লাহই তার বিচারক। আল্লাহ তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শুহাদাদের একজন হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

---

৫ সম্পাদকের নোট: তার অন্যান্য মুজাহিদ সাথীরা জানান যে তিনি অন্যান্য ভাইদের সাথে সদা হাস্যজ্জ্বল থাকতেন, কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করতেন এবং তাওহীদ, ওয়ালা ওয়াল বারা ও তাজওয়িদের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করতে উন্মুখ ছিলেন। তিনি তার আমীরের কথা শুনতের এবং মানতেন এবং কখনও আদেশ অস্বীকার করতেন না। যদি কোন ভাই তার দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে তিনি দ্রুততার সাথে তার কাছে ক্ষমা চাইতেন। কারও ভুল শোধরাতে তিনি কখনও লজ্জাবোধ করতেন না। তিনি কোরআন পড়তে ভালোবাসতেন এবং অন্যান্যদের কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিতেন। তিনি রান্না করতে শিখেছিলেন এবং তার বারি না হলেও তিনি ভাইদের রান্নাবাড়ার কাজে সাহায্য করতেন। প্রশিক্ষণ কালীন সময়ে তিনি ডাইরিয়া, পেটের পিড়াতে আক্রান্ত হন, যার ফলে তার বমি হত, তার এই অবস্থা এক সপ্তাহ জারি থাকে, যতক্ষণে তিনি অনেক ওজন হারান এবং তা তার চেহারায় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল, তদুপরি তিনি অভিযোগ করেন নি, এই বলে ধৈর্য ধারণ করেন যে এই অসুস্থতা হয়তো বা তার পূর্বে কোন গোনাহকে মুছে দেবে। তার পায়ের একটি হাড়ে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কসরত করতেন। যখন কোন ভাই দুনিয়াবি কোন বিষয় উল্লেখ করতেন তখন তিনি বলতেন, "ইনশাআল্লাহ, জান্নাতে আমরা তারচেয়ে উত্তম কিছু পাবো।"

৬ সম্পাদকের নোট: তার অন্যান্য মুজাহিদ সাথীগণ আরও জানান যে, তিনি অল্প বয়স থেকেই জ্ঞান অর্জনের জন্য আগ্রহী, বাংলায় হামলা সমূহ শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি বিভিন্ন এলাকায় মুয়াহহিদিনদের দ্বারা পরিচালিত হালাকা সমূহে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি নসিহত গ্রহণ করতেন এবং আমীরকে মান্য করতেন। তিনি সর্বদা বন্ধু সুলভ ছিলেন। তিনি অস্ত্র প্রশিক্ষণ ভালোবাসতেন। অতি অল্প বয়সে তার যে দ্বীনের বুঝ ছিলে তা পথভ্রষ্টতা আর রিদ্দার মুরব্বি আর ইমামদের মধ্যেও পাওয়া যায় না, একটি পরিষ্কার জ্ঞান, যা তিনি ধারণ করতেন এবং যার জন্য তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছেন।